সূচিপত্র

মহান আল্লাহ বলেন ১১

অবতরণিকা ১৩

পাঠক সমীপে কিছু কথা ১৯

প্রথম অধ্যায় : বুদ্ধি খাটিয়ে ইবাদত করুন

প্রথম পরিচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভের আমল ৩১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : গোলাম আজাদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভের আমল ৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লাহর কাছ থেকে মহাপুরস্কার লাভের আমল ৫৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জিহাদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভের আমল ৭৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শহিদি মর্যাদা লাভের আমল ৯০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : তাহাজ্জুদ ও সিয়ামের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভের আমল ১১২

সপ্তম পরিচ্ছেদ : আমলকে বহুগুণ বৃদ্ধি করার উপায় ১২৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল্লাহ তাআলার অবারিত দান

প্রথম পরিচ্ছেদ : যেসব আমলে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন ১৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যেসব আমলে আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন ১৭১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যেসব আমলে আপনি হবেন সর্বোত্তম মানুষ ১৯০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের ইস্তিগফার লাভের আমল ২০৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : যেসব আমলে মাফ হবে জীবনের সব গুনাহ ২২৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : যেসব আমলে আপনার দিকে তাকিয়ে আল্লাহ হাসবেন ২৭২
সপ্তম পরিচ্ছেদ : যেসব আমলে আল্লাহর সান্নিধ্য পাবেন ২৮৪

তৃতীয় অধ্যায় : দুনিয়া যখন নিয়ামত

প্রথম পরিচ্ছেদ : যেসব আমলে বাড়বে আপনার রিজিক ৩১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যেসব আমলে জীবনে আসবে বারাকাহ ৩৪৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যেসব আমল বাঁচাবে আল্লাহর ক্রোধ থেকে ৩৭২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যেসব আমল বাঁচাবে ফিতনা থেকে ৩৯৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : যেসব আমলে পাবেন সুখী জীবন ৪১৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : যেসব আমলে আপনি হবেন মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ ৪৫৬
শেষ কথা ৪৬৩
গ্রন্থপঞ্জি ৪৬৫

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাকে এই কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার তাওফিক দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, এ গ্রন্থটিতে আমি আপনার সমীপে আখিরাত অর্জনের সুবর্ণ সব সুযোগ, অমূল্য সব ধনভান্ডার এবং রবের অফুরন্ত দান-উপহারের নানা রকম ডালি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

মহান রবের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে হাশরের ময়দানে—এ আমাদের বিশ্বাস ও কামনা। আমরা দুনিয়াতে ঈমান ও বিশ্বাসের ছায়াতলে জীবনযাপন করি এবং কুরআন-সুন্নাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতির ওপর বেঁচে থাকি।

সম্মানিত পাঠক, আপনি আখিরাত অর্জনের সুবর্ণ সুযোগগুলো গ্রহণ করুন, পরকাল-সমৃদ্ধির অমূল্য সব ধনভান্ডার অর্জন করুন এবং রবের দেওয়া অফুরন্ত সব দান-উপহার কোঁচড় ভরে নিয়ে নিন।

সময় নষ্ট না করে সীমাহীন ফজিলতপূর্ণ আমলগুলো দিয়ে জীবনকে রাঙিয়ে তুলুন; তাহলে আপনার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি। একটি হলো দুনিয়ার জান্নাত তথা অন্তরের প্রশান্তি, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ঈমান-আমলের সৌভাগ্য। আরেকটি হলো আখিরাতের জান্নাত যার অনিন্দ্য রূপ-সৌন্দর্যের বিবরণ আমি কথায়, ভাষায়, চিত্রে এমনকি কল্পনাতেও দিতে পারব না।

যেভাবে রচিত হয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি

ইসলামি বিধিনিষেধ-সংবলিত যেসব কিতাবাদি পড়ি আমরা, সেগুলোতে কিয়ামত-হাশর এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবন-সম্পর্কিত ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : পুনরুত্থান, হিসাব, আমলনামা উপস্থাপন, শাফাআত বা সুপারিশ, মিযান বা দাঁড়িপাল্লা, হাউজে কাউসার, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি।

আলিমগণ আকিদার মাসআলায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা মিযানের আলোচনা করেছেন। মিযান একটি হবে, নাকি কয়েকটি; সেখানে আমল মাপা হবে, নাকি মানুষকেও ওজন করা হবে; সেই দাঁড়িপাল্লা কি বাস্তব দাঁড়িপাল্লার মতো হবে, নাকি রূপক অর্থে 'মিযান (দাঁড়িপাল্লা)' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; সেই দাঁড়িপাল্লার আয়তন, তার বিবরণ এবং কারা একে স্বীকার করে আর কারা অস্বীকার করে—এ ধরনের সকল আলোচনাই তারা করেছেন।

একইভাবে শাফাআতের প্রসঙ্গেও তারা আলোচনা করেছেন। কোন ধরনের শাফাআত আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য আর কোন ধরনের শাফাআত অগ্রহণযোগ্য—এর শর্ত ও প্রমাণ, শাফাআতের ব্যাপারে মুতাযিলা, খারিজিদের বিভিন্ন ভ্রান্ত-ধারণা ও অভিমত নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোর গঠনমূলক সমালোচনাও তারা করেছেন।

তারা কবর এবং কবরের শাস্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন, এর পক্ষে দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন, এর প্রকৃতি ও ধরন নিয়ে আলোচনা করেছেন পাশাপাশি যারা কবরের শাস্তি অস্বীকার করেছে, কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে শক্তভাবে তাদের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেছেন।

এভাবে আকিদার শাখাগত নানা আলোচনা, পক্ষবিপক্ষের তর্কবিতর্ক ও বিভিন্ন দলিলের উপস্থাপন ও খণ্ডন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে আমরা অনেক সময় ভুলেই যাই, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছে আসলে কী চান। আমরা ভুলে যাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য, আমরা হারিয়ে যাই তর্কবিতর্ক এবং তাত্ত্বিক আলোচনার ঘূর্ণিপাকে। আমাদের হৃদয়ের জমিন শুকিয়ে যায়, দিনদিন আমাদের আমল কমে আসে। অথচ আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে সাথে আমলের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, যাতে আমরা ঈমানের সঙ্গে আমল করে তাঁর বিশেষ নৈকট্য ও

আখিরাতের সীমাহীন মর্যাদা অর্জন করতে পারি।

পথভ্রষ্টদের বাতিল আকিদা খণ্ডনে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্ক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আমল বিষয়ে দালিলিক আলোচনার গুরুত্বও অপরিসীম। আকিদা সম্পর্কে দলিলভিত্তিক আলোচনা যেমন হয়েছে, পাশাপাশি গ্রন্থরচনাও হয়েছে প্রচুর। মানুষ সেগুলো বেশ গুরুত্বের সাথেই পড়েছে এবং বিভিন্ন তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো—সে তুলনায় আমল-সংক্রান্ত রেফারেন্সভিত্তিক আলোচনা এবং গ্রন্থরচনা হয়েছে অনেক কম। অথচ আমল ঈমানের অপরিহার্য এক অংশ। বর্তমানে এমন গ্রন্থের সংখ্যা হাতেগোনা অল্পকিছু, যেখানে আমল নিয়ে কুরআন-হাদিসের রেফারেন্সযুক্ত আলোচনা করা হয়েছে, পরকালের পাথেয় অর্জনের উপায় নিয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং আখিরাতের কঠিন স্তরগুলো পার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আমলের কথা বলা হয়েছে।

এই দুনিয়া হলো পরকালের ফসলি জমি। এখন কৃষক যদি আবহাওয়া, মেঘের উৎস ও বৃষ্টির পরিমাণ নিয়ে গবেষণা করেই সমগ্র জীবন কাটিয়ে দেয়; বৃষ্টি আসার আগে জমি প্রস্তুত না করে এবং বীজ না বুনে হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে তার লাভ-লোকসান কেমন হবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আমি আমার এই গ্রন্থটিতে গবেষণামূলক কোনো আলোচনা না করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ আমলের দিকটাই বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। মানুষের জীবন আমলমুখী করে তোলার উদ্দেশ্যে বাস্তব উপায় নিয়ে এই বইটিতে যেভাবে আলোচনা করেছি, আমার জানামতে এমনটি সচরাচর কোনো বইয়ে দেখতে পাইনি।

সাধারণত হাদিস ও আমলের গ্রন্থগুলোতে প্রথমে আমল বা কর্ম, এরপর তার ফলাফল বা প্রতিদান উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের অধীনে একটি শিরোনামে আমলের কথা বলা হয়, এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সে শিরোনামের অধীনে আমলের ফজিলত ও প্রতিদান-সংক্রান্ত হাদিসগুলো আনা হয়, কিন্তু বক্ষ্যমাণ এ গ্রন্থটিতে আমি পুরোপুরি এর উল্টো পদ্ধতি গ্রহণ করেছি; যেমনটি করেছি *আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আমল* গ্রন্থে। পদ্ধতিটি হলো, প্রথমে ফলাফল বা প্রতিদান উল্লেখ করা, এরপর কর্ম বা শর্ত উল্লেখ করা। অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রথমে

কোনো একটি প্রতিদান বা পুরস্কারের কথা বলা হবে, এরপর এমন আমলের কথা বলা হবে, যা করলে ওই প্রতিদান বা পুরস্কার পাওয়া যাবে।

উদাহরণস্বরূপ—

এ গ্রন্থে প্রথমে এভাবে বলা হবে—'যেসব আমল বাঁচাবে আল্লাহর ক্রোধ থেকে'। এটা হলো ফলাফল বা প্রতিদান। এরপর ওই সব আমলের কথা উল্লেখ করা হবে, যা করলে আপনি আল্লাহ তাআলার ক্রোধ থেকে বাঁচবেন। যেমন : সাদাকা দেওয়া, দুআ করা, রাগ-গোস্বা বর্জন করা ইত্যাদি। সুতরাং এগুলো হলো কর্ম বা শর্ত।

অনুরূপ এ গ্রন্থে প্রথমে এভাবে বলা হবে—'গোলাম আজাদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভের আমল'। এটা হলো ফলাফল বা প্রতিদান। এরপর ওই সব আমলের কথা উল্লেখ করা হবে, যা করলে আপনি গোলাম আজাদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভের আমল পাবেন। যেমন : আল্লাহ তাআলার জিকির করা, কাবা তাওয়াফ করে দুই রাকাত (নফল) সালাত আদায় করা, জিহাদ করা, অভাবী মুসলিমের প্রয়োজন পূরণ করা ইত্যাদি। সুতরাং এগুলো হলো কর্ম বা শর্ত।

এমনিভাবে এ গ্রন্থে প্রথমে বলা হবে—'যেসব আমলে আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন'। এটা হলো ফলাফল বা প্রতিদান। এরপর ওই সব আমলের কথা উল্লেখ করা হবে, যা করলে আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং এগুলো হলো কর্ম বা শর্ত।

এ গ্রন্থটিতে মোট বিশটি পরিচ্ছেদ তৈরি করেছি। প্রতিটি পরিচ্ছেদে রয়েছে স্বতন্ত্র বিষয় এবং পৃথক আলোচনা। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে সাতটি পরিচ্ছেদ। এ পরিচ্ছেদগুলোতে এমন সব আমলের দরজার খোঁজ দেওয়া হয়েছে, খুব কম মানুষই সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, এমন সব আখিরাতের ধনভান্ডারের পথ বাতলানো হয়েছে, খুব অল্প লোকই তা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং এমন সব প্রতিদানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, গুটিকয়েক ব্যক্তিই তার খোঁজ জানে। অনুরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে সাতটি পরিচ্ছেদ। এ পরিচ্ছেদগুলোতে রবের দেওয়া এমন সব অনুগ্রহ-উপহারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা বান্দার জন্য রাজকীয় অফার ও সুবর্ণ সুযোগ বৈ কিছু নয়। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ছয়টি পরিচ্ছেদ। এ পরিচ্ছেদগুলোতে এমন সব আমল বিবৃত হয়েছে, যার দ্বারা একজন মুমিন দুনিয়ার জগতে যেমন সমৃদ্ধ রিজিক ও সমূহ কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ আখিরাতের জন্যও অগণিত

সাওয়াব-প্রতিদান জমা করতে পারে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে আমি যেসব কাজ করেছি এবং যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করেছি—

» প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতেই আমি একটি ছোট্ট ভূমিকা লিখে দিয়েছি, যা পুরো পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলবে এবং বিষয় সম্বন্ধে পাঠককে সাধারণ একটি ধারণা দেবে। এরপর প্রতিটি আমলের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল নিয়ে এসেছি। কুরআনের আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করার ক্ষেত্রে প্রথমে মুফাসসিরদের বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থ অধ্যয়ন করে আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছি, অনুরূপ হাদিসে নববি দিয়ে দলিল পেশ করার ক্ষেত্রেও হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর সাহায্য নিয়ে দলিলের প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করেছি।

» এরপর প্রতিটি দলিলের সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি। খুব সংক্ষিপ্তও নয় যে, বুঝতে কষ্ট হবে। আবার এত দীর্ঘও নয় যে, পড়তে বিরক্তি ধরে যাবে। পাশাপাশি দলিলগুলো পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে কতটা প্রাসঙ্গিক ও সম্পৃক্ত, জায়গায় জায়গায় সেটারও ব্যাখ্যা করেছি। তবে এসব দলিলের আলোচনায় মতভেদপূর্ণ বিভিন্ন ফিকহি মাসআলা ও মতানৈক্যপূর্ণ আকিদার বিষয়াদি পরিহার করেছি।

» কিছু অনুচ্ছেদে প্রাসঙ্গিক কিছু জইফ বা এমন হাদিস উল্লেখ করেছি, যেগুলো সহিহ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। এসব উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, পাঠক যাতে এই হাদিসগুলোর ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক থাকে, সেই সাথে প্রতিটি অধ্যায় যাতে আরও বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

আমি দাবি করছি না, গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যে ধারা ও আঙ্গিক অনুসরণ করেছি, একমাত্র আমিই এই ধারার উদ্ভাবক। এর আগে কিছু বইয়ে ও বক্তৃতায় সামান্য কিছু অংশে সীমিত পরিসরে এই ধারা অনুসরণ করা হয়েছে বটে; কিন্তু সাধারণ মানুষ ও তালিবে ইলমের মাঝে প্রচলিত যে বিখ্যাত গ্রন্থগুলো সচরাচর দেখা যায়, সেসব গ্রন্থে একমাত্র আমলের দিকটা বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি এই ধারার অনুসরণ করা হয়েছে এমন কোনো গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি।

তবে এ কথাও আমি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছি যে, নতুন কোনো কিছু সংযোজন করার লক্ষ্য নিয়ে আমি এ গ্রন্থ রচনা করতে বসিনি; বরং আল্লাহ তাআলার নিকট আমার এটাই আশা ও প্রার্থনা, তিনি যেন আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কবুল করেন এবং এ বইটিকে জনসাধারণের মধ্যে সমাদৃত করেন, উম্মাহকে এ বইটির মাধ্যমে উপকৃত করেন এবং বিচার দিবসে এ গ্রন্থটিকে আমার নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন, আমিন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাহাজ্জুদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভের আমল

দিনের উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায় রাতের আঁধারে। নিকষ আঁধারে ঢাকা পড়ে যায় প্রান্তর। কৃত্রিম আলো ছাড়া তখন আর কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু এই ঘোর তিমির রাত মুমিন বান্দার কাছে হয়ে ওঠে আলোকময়। তাদের কাছে এই রাত আলোকবর্তিকার মতো, তারা আল্লাহর স্মরণে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে এই রাতকে আলোকিত করে তোলে।

রাতের নির্জনতার সুযোগে তারা মগ্ন হয়ে পড়ে তিলাওয়াতে। রুকু ও সিজদার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকে। তাদের অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আমলের সৌন্দর্যের কারণে ফেরেশতারা তাদের চারপাশে জড়ো হতে থাকে। ফেরেশতাদের ডানার আলোয় দূর হয়ে যায় রাতের অন্ধকার।

আল্লাহর এই বান্দাদের প্রতিরাতেই জায়নামাজে পাওয়া যায়। এটি তাদের আমৃত্যু অভ্যাস—রাতে তারা খুব অল্পই ঘুমায়, ভোররাতে তারা জিকিরে মশগুল থাকে, বিছানা ত্যাগ করে আশা ও ভয়ের দোলাচলে আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজেদের আর্জি পেশ করে। বিগত জীবনে কৃত গুনাহ ও ভুলের কথা স্মরণ করে অশ্রু ঝরায়, আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেদের প্রয়োজনের কথা অকপটে বলে যায়। আর এ কাজের ফলস্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের মনের আশা পূরণ করেন।

যে চাদর মুড়ি দিয়ে শীতের রাতে উষ্ণ বিছানায় সুখনিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকে, তার সঙ্গে কি আল্লাহর সেই একনিষ্ঠ তাহাজ্জুদগুজার বান্দার কোনো তুলনা চলে, যার বৈশিষ্ট্য কুরআনে বিবৃত হয়েছে—

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।[১]

তার সঙ্গে আসলেই এমন ব্যক্তির কোনো ধরনের তুলনা চলে না—যে বিছানা ত্যাগ করে, আল্লাহর দরবারে দুআ করে, ক্ষমাপ্রার্থনা করে, ক্রন্দন করে, হাতজোড় করে ক্ষমা চায়, তাসবিহ পাঠ করে, জিকির করে, রুকু ও সিজদা দেয় এবং তিলাওয়াত করে, যে ব্যক্তি গভীর নিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকে, তার সঙ্গে এমন ব্যক্তির কোনো তুলনা চলে না।

এই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশ্বস্ত দূত ও প্রিয় বন্ধুকে পরামর্শ দিচ্ছেন—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।[২]

জিবরিল আমিন আলাইহিস সালামও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করে বলেন, 'পৃথিবিতে আপনি যে কয়দিনই

[১] সুরা যুমার, আয়াত : ৯

[২] সুরা ইসরা, আয়াত : ৭৯

থাকেন না কেন, একদিন আপনাকে মরতেই হবে, আপনি যাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক রাখেন না কেন, একদিন আপনাকে তাদের ছেড়ে চলে যেতেই হবে, আপনি যে কাজই করেন না কেন, আপনাকে একদিন এর প্রতিদান পেতেই হবে। জেনে রাখুন, মুমিনের মর্যাদা হয় তাহাজ্জুদের মাধ্যমে এবং তার সম্মান হয় মানুষ থেকে বিমুখতা প্রদর্শনের মাধ্যমে।'[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আব্দুল্লাহ কতই না ভালো লোক! যদি রাত জেগে সে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত!' (বর্ণনাকারী সালিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,) এর পর থেকে আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাতে খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন।'[২]

যার কোনো গুনাহ নেই, যার জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, সেই মানুষটি যদি না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে করতে পা ফুলিয়ে ফেলেন, আর তার এই অবস্থা দেখে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবু আপনি কেন এত বেশি ইবাদত করছেন?' তিনি বলেন, 'আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না?'[৩]

এই যদি হয় গুনাহ থেকে অগ্রিম ক্ষমাপ্রাপ্ত মানুষের ইবাদত, তবে আমাদের মতো গুনাহগারদের অবস্থা কী হওয়া উচিত! আমাদের তো আরও বেশি নিজেদের গুনাহ মাফের জন্য সালাত আদায় করা উচিত। আমাদের হৃদয়ে গুনাহের যে আস্তরণ রয়েছে, তা মুছে ফেলতে হলে অল্প কিছু সময়ের জন্য হলেও গভীর রাতে প্রভুর সামনে আমাদের হাজির হওয়া কি উচিত নয়? আর একমাত্র তাহাজ্জুদের সালাতের মাধ্যমেই আমরা নিজেদের গুনাহ ও পাপ কর্ম থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি; কারণ ফরজ সালাতের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো গভীর রাতের এই সালাত।

---

[১] *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৪২৭৮, ৪৮৪৫; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৭৯২১; *শুআবুল ঈমান* : ১০০৫৮; *মুসনাদুশ শিহাব* : ৭৪৬; *মুজামু ইবনি আসাকির* : ৬১৯; হাদিসটি হাসান।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১১২২, ৩৭৩৯; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৭৯

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৪৮৩৭

যামাতুল আবিদ রাহিমাহুল্লাহ সারারাত ধরে সালাত আদায় করতেন, ভোররাতে উঁচু আওয়াজে সবাইকে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার জন্য এই বলে ডাকতেন—'হে ছাউনিফেলা কাফেলার দল, সারারাত কি তোমরা ঘুমিয়ে পার করে দেবে? যাত্রা শুরু করার আগে একটু সালাত আদায় করে নাও না!'

তখন কেউ কেউ ভোররাতে কাঁদত, কেউ বা আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করত, অনেকেই ওজু করার জন্য প্রস্তুতি নিত। যখন সূর্য উঠত, তখন আবার তিনি ঘোষণা দিতেন—'রাতের ভ্রমণকারীরাই সকালে আলো ফুটলে নিজেদের রাত্রিযাত্রায় আনন্দিত হয়।'[১]

বুজুর্গ ও সালাফদের জীবনী পড়লে দেখা যায়—তাহাজ্জুদের সালাত মুমিনের জন্য সম্মান এবং নেককারদের চিরন্তন অভ্যাস। তারা জান্নাতে উচ্চমর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে মনে আশা ও স্বপ্ন নিয়ে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখের বাণী শুনে, বিশ্বাস করে নিজের কাজের মাধ্যমে জান্নাতের সর্বোচ্চ দালান ও প্রাসাদ চেয়েছেন।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জান্নাতে এমন প্রাসাদ রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাহিরে দেখা যায় এবং বাহির থেকে ভেতর দেখা যায়।' তখন আবু মুসা আশআরি রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এই প্রাসাদ কারা পাবে?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন, 'যাদের মুখের ভাষা হবে নম্র ও সংযত, গরিব-দুখীকে আহার করাবে এবং তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করবে, যখন মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।'[২]

আপনি কি পুরো রাত সালাত আদায় করার সাওয়াব লাভ করতে চান?

আপনি কি চান ফেরেশতারা আপনার জন্য গোটা একটা রাতের সাওয়াব আমলনামায় লিখে দিক?

আপনি কি চান তাহাজ্জুদের সালাত আদায় না করেও তার সাওয়াব অর্জন করতে?

---

[১] *আত-তার সাবাহ*, ইবনুল জাওযি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৯৮; দারুল কুতুব আল ইলমিয়া বৈরুত, লেবানন।

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৬১৫; *জামিউত তিরমিযি* : ১৯৮৪, ২৫২৭; হাদিসটি হাসান।

এমন পাঁচটি কাজ রয়েছে, যার মধ্যে যেকোনো একটিও যদি করতে পারেন, তাহলে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় না করলেও, আল্লাহ তাআলার কাছে তাহাজ্জুদ পড়ার সমপরিমাণ সাওয়াব আপনি পাবেন। আসুন, জেনে নিই আমলগুলো কী কী—

১. ইশা ও ফজর জামাতে আদায় করা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত নফল (তথা তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করল, আর যে ব্যক্তি ইশা ও ফজরের সালাত[১] জামাতের সঙ্গে আদায় করল, সে যেন পূর্ণ রাত নফল (তথা তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করল।'[২]

ঘুম আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিয়ামত, যার কাছে ধনী-গরিব, বড়ছোট সবাই অসহায় ও পরাস্ত। ঘুম বিনিময়যোগ্য নয়, শুধু অর্থ থাকলেই কেউ তা কিনে ফেলতে পারে না। আর দেহের জন্য ঘুমের চাইতে প্রশান্তিকর কোনো কিছু এই পৃথিবীতে নেই। মানুষের সবচেয়ে শান্তি ও সুখের একটি অংশ হলো 'ঘুম'—ঘুমের কাছে সবাই নিজেকে নিঃসংকোচে আত্মসমর্পণ করে।

যে সময়গুলোতে মানুষ ঘুমের কাছে অসহায়ভাবে নিজেকে সঁপে দেয়, এর মধ্যে রাতের খাবারের পরে এবং ফজরের সময়টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যখন মৃদুমন্দ বাতাসে পরিবেশটা ঘুমের উপযোগী। এসময় মুমিনের হৃদয় ও আত্মা সজীব-উন্মুক্ত থাকে। প্রথম কাতারে গিয়ে জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করে। যখন ভোররাতে সে শুনতে পায়, 'আস-সলাতু খইরুম মিনান নাউম'—ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম, তখন তার হৃদয় জেগে ওঠে, আত্মা ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙে, অন্ধকারের

---

[১] হাদিসের বাণী—'আর যে ব্যক্তি ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করল...।' অনেক হাদিসে ইশা ও ফজরের কথা এভাবে একসাথে এসেছে; যেমনটি আবু দাউদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। আবার অনেক হাদিসে শুধু ফজরের কথা এসেছে; যেমনটি মুসলিমের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এজন্য এটা নিয়ে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে যে, শুধু ফজরের সালাত জামাতে পড়লেই সারারাত নফল পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে নাকি ইশা ও ফজর উভয়টি জামাতে পড়লে এ সাওয়াব প্রযোজ্য। দু-ধরনের মতামতই পাওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় মতটিই অধিক শক্তিশালী। অর্থাৎ সারারাত নফল সালাত পড়ার সাওয়াব তখনই পাওয়া যাবে, যখন ইশা ও ফজর উভয়টি জামাতে পড়া হবে। শুধু একটা সালাত জামাতে পড়লে অর্ধেক রাত নফল সালাত পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে, পুরো রাতের নয়। [*আওনুল মাবুদ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১৮৩]

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৫৫৫; *সহিহ মুসলিম* : ৬৫৬; *জামিউত তিরমিযি* : ২২১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৪০৯, ৪৯১; *সুনানুদ দারিমি* : ১২৬০; হাদিসটি সহিহ।

ভেতর দিয়ে দ্রুত মসজিদ পানে ছুটে চলে।

তার রাতের শুরুভাগ কাটে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ও ইবাদতে এবং শেষভাগও কাটে তাঁরই ইবাদতে ও আনুগত্যে। শুরু ও শেষের বরকতে আল্লাহ তাআলা মাঝের অংশকেও কল্যাণকর ও বরকতময় করে দেন। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে এর বিনিময়ে সারারাত তাহাজ্জুদ আদায়ের সাওয়াব দান করবেন।

২. জামাতে পরিপূর্ণ তারাবি আদায় করা

আবু যার গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রামাদান মাসের সিয়াম পালন করতাম। তিনি এ মাসে (প্রথম দিকের অধিকাংশ দিনই) আমাদের নিয়ে (তারাবি) সালাত আদায় করেননি। এরপর রামাদানের ৭ দিন বাকি থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। পরদিন রাতে আমাদের নিয়ে (মসজিদে) সালাত আদায় করলেন না। পরে রামাদানের পাঁচ দিন বাকি থাকতে আমাদের নিয়ে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে অর্ধেক রাত কাটিয়ে দেন।

আবু যার গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, যদি আপনি এ পুরো রাতটি আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন (তাহলে কতই না ভালো হতো)!

তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোনো ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাতের শেষ পর্যন্ত সালাত আদায় করলে[১] তাকে পুরো রাতের

---

[১] এখানে 'ইমামের সাথে সালাতের শেষ পর্যন্ত সালাত আদায় করলে' বাক্যটিতে 'সালাত' দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়—এক মতানুসারে এ হাদিসে 'সালাত' বলতে ফরজ সালাত বোঝানো হয়েছে। আর ফরজ সালাত বলতে উদ্দেশ্য ইশা ও ফজরের সালাত; যেমনটি পূর্বের হাদিসে বলা হয়েছে, ইশা ও ফজরের সালাত জামাতে আদায় করলে তা সারারাত নফল (তথা তাহাজ্জুদ) সালাত পড়ার সমতুল্য। [*মিরকাতুল মাফাতিহ*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৯৬৭; *আওনুল মাবুদ*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১৭৪]

আরেক মতানুসারে এখানে 'সালাত' বলতে ফরজ নয়; বরং তারাবি উদ্দেশ্য। সুতরাং এটার অর্থ হবে—'যে ব্যক্তি রামাদানে রাতের প্রথম ভাগে ইমামের সাথে জামাতে তারাবির সালাত শেষ পর্যন্ত আদায় করবে, তার জন্য সারারাত নফল (তথা তাহাজ্জুদ) সালাত পড়ার সাওয়াব হবে।' এটা কিছু আলিমের মত। [দেখুন—*মিরকাতুল মাফাতিহ*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৩১৮; *ফাইযুল কাদির*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩৩৬]—লেখক এখানে দ্বিতীয় মতানুসারে জামাতের সাথে পরিপূর্ণ তারাবি সালাতকে সারারাত নফল তথা তাহাজ্জুদ সালাতের সমতুল্য বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সালাত আদায়কারী হিসেবে গণ্য করা হয়।[১]

যখন মানুষের হৃদয়ে ঈমান জেগে ওঠে, তখন সেখানে এক অপার্থিব আলোর বিচ্ছুরণ হয়। মানুষের হৃদয়ে যখন স্রষ্টার প্রতি ঈমান ও নেক আমলের সংমিশ্রণ ঘটে, তখন এক ঊর্ধ্বজাগতিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়। যখন মানুষ সালাতের জামাতে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে, বাহুতে বাহু মিলিয়ে দাঁড়ায়, যখন তারা একটিমাত্র আওয়াজের অধীনে ওঠানামা করে, তাদের সেই শৃঙ্খলা ও বিন্যাসে একটি বিশ্বজাগতিক রুহানি চিত্র ফুটে ওঠে। তখন সবার আত্মা মিলে গিয়ে যেন এক আত্মায় রূপ নেয়, সবার মধ্যে একই আবহ বিরাজ করে।

এমন অনিন্দ্য ও মনোরম দৃশ্যের অংশীদার হওয়ার জন্য দ্বীনপ্রেমী ও আল্লাহর ভালোবাসায় মগ্ন ব্যক্তি অধীর হয়ে ওঠে।

তবে উল্লিখিত চিত্র যখন রাতের সালাতে দেখা যায়, তখন সেই দৃশ্যটি হয় আরও হৃদয়গ্রাহী। সেসব আল্লাহ-প্রেমী বান্দা জামাতের সালাতে দাঁড়িয়ে থাকার স্বাদ আস্বাদন করতে করতে একসময় এটি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করে—এমন বুদ্ধিমান জ্ঞানী বান্দার ব্যাপারেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন, জামাতে সালাত আদায় করার বারাকাহ, তার সালাতের বারাকাহকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সে যেন পুরো রাতই সালাতে কাটিয়েছে।

তাই এই আমলটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে আমাদের বিশেষভাবে এও লক্ষ রাখা উচিত, জামাতে তারাবি আদায় যেন আমাদের ছুটে না যায়।

৩. প্রতিরাতে একশো আয়াত তিলাওয়াত করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি রাতে একশো আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার জন্য পুরো রাত ইবাদত করার সাওয়াব লেখা হবে।'[২]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৩৭৫; *সুনানুন নাসায়ি* : ১৩৬৪, ১৬০৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৩২৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৪৪৭; হাদিসটি সহিহ।

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৯৫৮; *সুনানুদ দারিমি* : ৩৪৯৩; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ১০৪৮৫; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৩১৪৩; *আল-আহাদিসুল মুখতারা* : ৩৪১; হাদিসটি হাসান।

প্রতিটি ফজিলতের অধ্যায়ে কুরআনুল কারিমের কোনো না কোনো আমল আবশ্যিকভাবে থাকবেই—কুরআন আমাদের এমন এক বন্ধু, যার প্রতি মুগ্ধতা কখনোই শেষ হওয়ার নয়। যে তার সঙ্গে বসেছে জনতায় ও নির্জনতায় সে-ই কেবল কুরআনকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কুরআনের এই অভিনবত্বের কথা জানিয়েছেন।

কেউ যদি তাহাজ্জুদের সালাতে একশো আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে সামান্য হলেও তার পা ব্যথা করার সম্ভাবনা রয়েছে। এর বিপরীতে রাতে একশো আয়াত তিলাওয়াত করা কি আরও সহজ নয়? তবে এই আমল সহজ হলেও এর প্রতিদান বিশাল ও অভাবনীয়। অন্ধকার রাতের একশো আয়াত তিলাওয়াত কাল কিয়ামতের দিনে আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়াবে।

আমরা ছোট বা বড় যে আয়াতই পড়ি না কেন, একশো আয়াত হলেই আল্লাহ তাআলা আমাদের এই সাওয়াব প্রদান করবেন। এখন যদি আমরা সুরা কলম ও আল-হাক্কাহ তিলাওয়াত করি কিংবা সুরা শুআরা থেকে ৫ পৃষ্ঠা বা সুরা সাফফাত থেকে ৪ পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করি, সেক্ষেত্রেও আমাদের একশো আয়াতই তিলাওয়াত করা হবে। এতে আল্লাহ তাআলা আমাদের একই সাওয়াব প্রদান করবেন।

আমরা যদি রাতে তিলাওয়াত করতে ভুলে যাই, কিংবা তিলাওয়াত করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা যুহরের আগে সেই তিলাওয়াতটুকু করে নিতে পারি। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কেউ তার (রাতের বেলার) অজিফা আদায় না করে কিংবা তার কিছু অংশ করে ঘুমিয়ে গেলে তা যদি সে ফজর ও যুহরের সালাতের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে আদায় করে নেয়, তাহলে সেটা এমনভাবে তার জন্য লিখে নেওয়া হবে, যেন সে তা রাতেই সম্পন্ন করেছে।'[১]

৪. ঘুমানোর আগে তাহাজ্জুদের নিয়ত করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার নিয়তে ঘুমুতে যায়, এরপর চোখে প্রবল ঘুম থাকায় জাগতে জাগতে

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৭৪৭; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৩১৩; *জামিউত তিরমিযি* : ৫৮১; *সুনানুন নাসায়ি* : ১৭৯০, ১৭৯১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৩৪৩

ভোর (সুবহে সাদিক) হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য তার নিয়ত অনুসারে সাওয়াব লেখা হবে আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার ঘুম তার জন্য সাদাকা-স্বরূপ হয়ে যাবে।'[১]

দুনিয়াতে কেউ কখনো শুধু নিয়তের কারণে আপনাকে পুরস্কৃত করবে না। তা সে যত বড় দানবীর ও মহৎ হৃদয়ের মানুষই হোক না কেন। কেবল আল্লাহ তাআলাই আমাদের ভালো নিয়তের জন্য আমাদেরকে অগ্রিম ও উত্তম প্রতিদান দেবেন।

কেউ যদি রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের নিয়ত করে ঘুমায়, তার নিয়তে কোনো ত্রুটি না থাকে এবং ঘুম থেকে জাগার জন্য সবধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখে, এরপরেও যদি তার ঘুম ভাঙে ফজরের সময়, তাহাজ্জুদের 'অমূল্য' সময়টুকু যদি সে ধরতে না পারে, তবু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, সে রাতের সেই সৌভাগ্যপূর্ণ অংশের সাওয়াব লাভ করবে কেবল নিখাদ নিয়তের কারণে।

৫. চারটি বিশেষ আমল করা

এমন চারটি আমল আছে, যা করলে তাহাজ্জুদ ও সিয়াম পালনের সাওয়াব পাওয়া যায়। আমলগুলো হচ্ছে—

» সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হওয়া।[২]

» বিধবা ও মিসকিনদের পাশে দাঁড়ানো।[৩]

» জুমআর সালাতের আদব ও সুন্নাহ পালন করা।[৪]

---

[১] *সুনানুন নাসায়ি* : ১৭৮৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৩৪৪; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ১১৭০; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ১১৭২; *মুসনাদুল বাজ্জার* : ৪১৫৩; হাদিসটি সহিহ।

[২] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিন বান্দা তার সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে রোজাদার ও তাহাজ্জুদগুজার বান্দাদের স্তরে পৌঁছে যেতে পারে।' [*সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৯৮; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪৮০; হাদিসটি সহিহ।]

[৩] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বিধবা ও মিসকিনের অভাব দূর করার জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মতো অথবা ওই ব্যক্তির মতো, যে রাতে (তাহাজ্জুদের) সালাতে দাঁড়ায় এবং দিনে সিয়াম পালন করে।' [*সহিহুল বুখারি* : ৫৩৫৩, ৬০০৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৯৮২]

[৪] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমআর দিন (ফরজ গোসলের মতো)

» আল্লাহর রাস্তায় এক দিন ও এক রাত পাহারা দেওয়া।[১]

হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে মতভিন্নতা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সুরা বাকারার শেষে এমন দুটি আয়াত রয়েছে, যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াতদুটি তিলাওয়াত করবে, তার জন্য এ আয়াতদুটি যথেষ্ট হবে।'[২]

হাদিসের বক্তব্য—'তার জন্য এ আয়াতদুটিই যথেষ্ট হবে'—এটার ব্যাখ্যায় অনেক মত পাওয়া যায়। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ সাতটি মত উল্লেখ করেছেন—

১. কারও মতে, রাতে তাহাজ্জুদের সালাতে তিলাওয়াত করার বিকল্প সাওয়াব হিসেবে এই আয়াতদুটি যথেষ্ট হবে।

২. কারও মতে, তিলাওয়াতের বিকল্প সাওয়াব হিসেবে এ আয়াতদুটি যথেষ্ট হবে; চাই তা সালাতের ভেতরে হোক বা বাইরে।

৩. কারও মতে, এ আয়াতদুটিতে সংক্ষেপে ঈমান-আমলের কথা উল্লেখ থাকায় তার ঈমানের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

৪. কারও মতে, সকল মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে এ আয়াতদুটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।

ভালোভাবে গোসল করবে, সকাল সকাল (মসজিদের উদ্দেশে) বের হবে এবং বাহনে চড়ে নয় বরং পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে, ইমামের নিকটে বসবে, কোনো ধরনের অনর্থক কথা না বলে মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনবে, তার (মসজিদে যাওয়ার) প্রতিটি কদমের বিনিময়ে সে এক বছর সিয়াম পালন ও রাতভর (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায়ের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।' [*সুনানু আবি দাউদ* : ৩৪৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১০৮৭; হাদিসটি সহিহ।]

[১] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'একদিন ও একরাত আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দেওয়া একমাস যাবৎ সিয়ামপালন ও রাতে (তাহাজ্জুদ) সালাত পড়ার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার এ আমলের সাওয়াব জারি থাকবে যে আমল সে করত এবং তার (শহিদের মতো) রিজিক অব্যাহত রাখা হবে এবং (আখিরাতে) সে ফাত্তানদের (যারা ফিতনায় পড়বে তাদের) থেকে নিরাপদে থাকবে।' [*সহিহ মুসলিম* : ১৯১৩; *মুসতাখরাজু আবি আওয়ানা* : ৭৪৬]

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪০০৮, ৫০০৯, ৫০৪০, ৫০৫১; *সহিহ মুসলিম* : ৮০৭

৫. কারও মতে, শয়তানের অনিষ্ট ও খারাবি থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এ আয়াতদুটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।

৬. কারও মতে, সকল মানুষ ও জিনের অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকার ক্ষেত্রে এ আয়াতদুটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।

৭. কারও মতে, এতে তার যে বিপুল সাওয়াব হয় সেটাই তার জন্য যথেষ্ট, তার আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।'[১]

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কারও মতে এটার অর্থ হলো, এ আয়াতদুটি তার তাহাজ্জুদ সালাতের বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হবে। কারও মতে, আয়াতদুটি শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। আবার কারও মতে, আয়াতদুটি বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এটাও হতে পারে যে, সবগুলো থেকে নিরাপদ থাকার জন্যই আয়াতদুটি যথেষ্ট।'[২]

[১] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ৫৬

[২] *শারহু মুসলিম*, ইমাম নববি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৪০২

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমলকে বহুগুণ বৃদ্ধি করার উপায়

আপনি যদি কিয়ামতের দিন আপনার আমলনামায় পাহাড়সমান নেকি দেখতে পান, তখন আপনার কতই না আনন্দ হবে! কোনো বান্দা যদি পার্থিব জীবনের স্বল্প সময়ে হাজার বছরের সাওয়াব অর্জন করতে পারে, তার কতই না ভালো লাগবে! কোনো বান্দা যদি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এত আমল নিয়ে দেখা করতে সক্ষম হয়, যা করতে তার কয়েক জীবন লেগে যেত, তাহলে কতই না উত্তম হবে!

এই উম্মাহর প্রতি আল্লাহ তাআলা যে কী পরিমাণ অনুগ্রহ করেছেন, তা আসলে বর্ণনাতীত। এই উম্মাহর হায়াত কম হলেও, আল্লাহ তাআলা এমন কিছু আমল করার সুযোগ তাদের দিয়েছেন, যেসব আমলের সাওয়াব ও নেকি অর্জন করতে হলে অন্য উম্মাহর জন্য কয়েক জীবন লেগে যেত। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই উম্মাহর জন্য বিশেষ রহমত ও দয়া, যা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

[একটি উদাহরণ] ধরুন, দুই বন্ধু একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। তাদের সিজিপিএ একই ছিল, তাদের মেধা ও বুদ্ধিও একই রকম। তাদের একজন এমন একটি চাকরিতে জয়েন করল, যার মাসিক স্যালারি ছিল ৩০ হাজার টাকা; অন্যদিকে অপরজনের মাসিক স্যালারি ছিল ১০ হাজার টাকা। ১ বছর পর প্রথম জনের বার্ষিক উপার্জন হবে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। আর দ্বিতীয় জনের বার্ষিক উপার্জন হবে

১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

এখন আমরা যদি তুলনা করি, তাহলে প্রথম জন দ্বিতীয় জনের তুলনায় ইনকামের বিবেচনায় দুবছর এগিয়ে আছে। দ্বিতীয় জন যদি প্রথম জনের সমপরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে চায়, তাহলে তাকে অতিরিক্ত আরও দুবছর চাকরি করতে হবে।

ইবাদতের সাথে এই উদাহরণের কী সম্পর্ক?

এমন কিছু স্থান, সময় ও ইবাদত রয়েছে, যদি সে সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে নির্দিষ্ট ইবাদত করা যায়, তাহলে আপনি কম সময়ে কম পরিশ্রমে দ্বিগুণ এমনকি হাজারগুণ আমলের সাওয়াব অর্জন করতে পারবেন।

ওপরের উদাহরণটি লক্ষ করুন, মেধা ও রেজাল্ট একসমান হওয়া সত্ত্বেও ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার সুবাদে প্রথমজন দ্বিতীয়জনের তুলনায় ৩ গুণ বেশি উপার্জন করে।

আল্লাহ তাআলা এমন কিছু সময় ও স্থানকে সম্মান ও অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন, কেউ যদি সে সময় ও স্থানে নির্দিষ্ট ইবাদত করতে পারে, তাহলে সে ব্যক্তি কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে কয়েকগুণ বেশি নেকি অর্জন করতে পারবে। তাই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সে-ই, যে এই সময় ও স্থানের ব্যাপারে জানে এবং নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কম পরিশ্রম করে ইবাদতের ময়দানে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকে।

আপনি কি চান না যে, অল্প কিছু আমল করে বিশাল সাওয়াব অর্জন করতে?

আপনি কি চান না, এমন কিছু আমল করতে, যার বিনিময়ে আপনি এক জীবনে কয়েক জীবনের নেকি ও সাওয়াব লাভ করতে পারেন?

ইবাদতের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, আপনি কি সে সম্পর্কে জানতে চান না?

এমন ১০টি আমল আছে, আপনি যদি সেসব আমলের ১টিও করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনার আমলের সাওয়াবকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন, ইনশাআল্লাহ। আসুন, জেনে নিই সেই আমলগুলো—

বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ স্থানকে কাজ লাগানো

১. মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববিতে সালাত আদায় করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমার মসজিদে সালাত আদায় করা অন্যস্থানে ১ হাজার রাকাত সালাত আদায় করার চাইতেও উত্তম; তবে মাসজিদুল হারাম ব্যতীত। মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করা অন্যস্থানে ১ লক্ষ রাকাত সালাত আদায় করার চাইতেও উত্তম।'[১]

আমরা দিনে ৫ বার ফরজ সালাত আদায় করি, মাসে ১৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা হয়। বছরে সেটা গিয়ে দাঁড়ায় ১৮০০ ওয়াক্ত সালাতে। কেউ যদি ৫৫ বছরের আয়ু পায়, তাহলে তার সালাতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৯ হাজার ওয়াক্ত।

অথচ আমরা যদি মাসজিদুল হারামে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারি, কেবল এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করার তাওফিক আল্লাহ তাআলা দান করেন, তাহলে ১ লক্ষ ওয়াক্তের সাওয়াব আমরা লাভ করতে পারব। দিনে ৫ ওয়াক্ত সালাত যদি কেউ মাসজিদুল হারামে পড়তে পারে, তাহলে ৫ লক্ষ ওয়াক্ত সালাতের সাওয়াব লাভ করবে। মাসজিদুল হারামে একদিনে ১২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার সালাত আদায় করলে তার ২৭৭ বছরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদার সাওয়াব অর্জিত হবে।

তাই কেউ যদি মাত্র একটি ওয়াক্ত সালাত আল্লাহর এই ঘরে আদায় করতে পারে, তাহলে যে সাওয়াব এই সালাতের মাধ্যমে অর্জিত হবে, সেই পরিমাণ সাওয়াব অর্জন করতে হলে তাকে প্রায় ৬০ বছর সময় দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কত বড় বড় নিয়ামত দান করেছেন, সেটা এক কথায় অবিশ্বাস্য!

যদি কেউ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহরে অবস্থিত মাসজিদে নববিতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারে, তাহলে সেই এক ওয়াক্ত সালাত এক হাজার ওয়াক্ত সালাতের সাওয়াবের সমপরিমাণ হয়ে যাবে। কিছু হাদিসে এ-ও উল্লেখ আছে, মাসজিদুল আকসায় এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অন্যত্র ৫০০ রাকাত সালাত আদায় করার সমান। কেউ যদি এই মসজিদগুলোতে সালাত আদায় করতে পারে, তাহলে সে কত কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমের মাধ্যমে কী পরিমাণ

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৪০৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৬৯৪; হাদিসটি সহিহ।

সাওয়াব লাভ করার তার সুযোগ হয়ে পেল—সেটা হিসাব করার মতোও আমাদের সামর্থ্য নেই।

২. জামাতের সাথে সালাত আদায় করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'একা সালাত আদায়ের চেয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ২৭ গুণ বেশি উত্তম।'[১]

ভিন্ন একটি রেওয়ায়াতে আছে, '২৫ গুণ বেশি উত্তম।'[২]

জামাতের সাথে সালাত আদায় করার মধ্যে সবদিক থেকেই বিশেষ বারাকাহ আছে। এমনকি প্রতিদানের ক্ষেত্রেও বারাকাহ রয়েছে। কেউ যদি কোনো ফরজ সালাত জামাতের সাথে আদায় না করে একাকী বাসায় পড়ে নেয়, তাহলে সে সাওয়াবের বিচারে বিশাল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ জামাতের সাথে যদি এই সালাতটা সে মসজিদে, অফিসে বা ক্যাম্পাসে আদায় করত, তবে যে সাওয়াবটা সে অর্জন করতে পারত, একা একা সে পরিমাণ সাওয়াব অর্জন করতে তার ২৭ দিন পর্যন্ত সময় লাগবে। তাই শারয়িভাবে এবং বুদ্ধি খাটিয়ে যদি আমরা আমল করতে পারি, তাহলে ৬০ থেকে ৮০ বছরের এই সীমিত জীবনকে প্রলম্বিত করে হাজার বছরে রূপ দিতে পারি।

তাই কেউ যদি জামাতের সাথে এক বছর সালাত আদায় করে, তাহলে সে যে পরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, সেই সাওয়াব যদি সে ঘরে বসে সালাত আদায়ের মাধ্যমে করতে চায়, তাহলে তার ২৭ বছর সময় লেগে যাবে। ৩ বছর যদি কেউ জামাতের সাথে সালাত আদায় করে; একাকী আদায় করলে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের সমপরিমাণ সাওয়াব পেতে ৮১ বছর লেগে যাবে! এমনিভাবে ৫ বছর যদি কেউ জামাতের সাথে সালাত আদায় করে, সেই সালাতের সাওয়াব একাকী সালাত আদায় করে অর্জন করতে ১৩৫ বছর লাগবে।

এখানে ভাবার বিষয় হলো, আমরা শুধু জামাতে সালাত আদায় করে কত বছরের সাওয়াব লাভ করতে পারি এবং সেটি কত কম সময়ের মধ্যে। তাই ইবাদত

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬৪৫; *সহিহ মুসলিম* : ৬৫০

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৬৪৬; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫৬০

পালনের ক্ষেত্রে বুদ্ধি কাজে লাগাতে হয়, যাতে অল্প আমল করেও কল্পনাতীত সাওয়াব লাভ করা যায়।

৩. জুমআর সালাতের বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমআর দিন (সহবাসের দ্বারা স্ত্রীকে) গোসল করাবে এবং (নিজেও) গোসল করবে, সকাল সকাল (মসজিদের উদ্দেশে) বের হবে এবং (প্রথম খুতবার আগে) দ্রুত মসজিদে প্রবেশ করবে, জুমআর জন্য বাহনে চড়ে নয়; বরং পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে, ইমামের নিকটে বসবে, কোনো ধরনের অনর্থক কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনবে, তার (মসজিদে যাওয়ার) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে ১ বছর যাবৎ সিয়াম পালন ও রাতভর (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায়ের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।'[১]

» গোসল করাবে—অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে, যার কারণে তাকে গোসল করতে হবে।

» গোসল করবে—অর্থাৎ স্ত্রীর মতো সে নিজেও গোসল করবে।

» সকাল সকাল আসবে—অর্থাৎ জুমআর প্রথম ওয়াক্তেই মসজিদে চলে আসবে, দেরি করবে না।

» প্রথম খুতবার আগে মসজিদে প্রবেশ করবে—অর্থাৎ এতটুকু আগে অবশ্যই আসবে, যাতে ইমামের প্রথম খুতবা শুনতে পায়।

» জুমআর জন্য বাহনে চড়ে নয়; বরং পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে—অর্থাৎ মসজিদে পায়ে হেঁটে যাবে, গাড়ি বা কোনো বাহনে চড়বে না। উত্তম হলো মহল্লার নিকটবর্তী জামে মসজিদে যাওয়া; তবে দূরের মসজিদের ইমাম যদি ভালো আলিম হন, তাহলে তার থেকে ইলম অর্জন ও উপকৃত হতে সেখানে গেলে কোনো সমস্যা নেই।

» ইমামের নিকটে বসবে—অর্থাৎ প্রথম কাতারে গিয়ে বসবে।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৪৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১০৮৭; হাদিসটি সহিহ।

» কোনো ধরনের অনর্থক কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনবে—অর্থাৎ পাশের কোনো মুসল্লির সাথে বা নিজের বাচ্চার সাথে বা মোবাইলে কথা বলা যাবে না; বরং পূর্ণ মনোযোগের সাথে ইমামের খুতবা শুনবে।

[ফলাফল] কেউ যদি উল্লিখিত কাজগুলো গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তাআলা প্রতি কদমে তাকে ১ বছর সালাত ও সিয়াম পালনের সাওয়াব দান করবেন। আপনার বাড়ি থেকে মসজিদের দূরত্ব যদি হয় ১০০ কদম, তাহলে আপনি ১০০ বছরের সালাত ও তাহাজ্জুদের সাওয়াব অনায়াসেই লাভ করতে পারবেন। মাসে যদি চারটি শুক্রবার কেউ এভাবে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে যেতে পারে, আর মসজিদের দূরত্ব ১০০ কদম হয়, তাহলে সে ৪০০ বছর তাহাজ্জুদ ও সিয়াম পালনের সাওয়াব লাভ করতে পারবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহের কথা আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত এবং প্রতিটি শুক্রবার যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের জুমআর সালাতে অংশগ্রহণ করা উচিত।

৪. ফজরের পর সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করে, তারপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তাআলার জিকির করে, তারপর দুই রাকাত (ইশরাকের) সালাত আদায় করে, তার জন্য পরিপূর্ণ একটি হজ ও উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি 'পরিপূর্ণ হজ ও উমরার সাওয়াব' এই কথাটি ৩ বার বলেছেন।'[১]

ফজরের সময়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সাধারণত দিনের অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় একটু ভিন্ন হয়—নিষ্পাপ, নির্মল ও স্বচ্ছ। সকালের বাতাসে, ভোররাতের আলো-আঁধারে এবং নিঝুম নিস্তব্ধতায় মানুষ নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এ সময়টা তাকে পৃথিবীর কোলাহল থেকে আলাদা করে রাখে। নিজের সাথে যখন একান্তে বসে, তখন সৃষ্টিকর্তার কথা তার মনে পড়ে যায়, তার হৃদয় ও আত্মা ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এই ভোরবেলায় আরামের ঘুম ফেলে, উষ্ণ বিছানা ছেড়ে মানুষ কেন উঠে দাঁড়ায়?

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ৫৮৬; *শারহুস সুন্নাহ*, বাগাবি : ৭১০; হাদিসটি হাসান।

মুমিন বান্দা-বান্দিরা আল্লাহ তাআলার সুমহান ডাক আজানের কারণে আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তারা প্রভুর সামনে মাথা নত করে, লুটিয়ে পড়ে সিজদায়।

যে ব্যক্তি মসজিদে এসে জামাতের সাথে সালাত আদায় করে, তারপর সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত জিকির করতে থাকে, তাসবিহ পাঠ করে, তিলাওয়াত করে, দুআ করে, মুরাকাবায় মাশগুল থাকে, একাকী নিরালায় নিজের রবের অস্তিত্বের উপস্থিতি অনুভব করে, সে হজ ও উমরায় অংশগ্রহণকারী আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহমানদের সাওয়াব অর্জন করে।

এই নীরবতা ও নিঃসঙ্গতায় কেউ যদি সময় কাটাতে পারে, তাহলে অবশ্যই সে তার আত্মার খোরাক ফিরে পাবে, তার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন এবং তার মনের যত দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি আছে, তা একে একে দূর হয়ে যাবে।

যেভাবে উসকোখুশকো চুল নিয়ে এবং সাদা কাপড় পরে থাকা সাফা ও মারওয়ার মেহমানদেরকে আপ্যায়িত করে বিশেষ সংবর্ধনা দেন আল্লাহ তাআলা, ফজরের সালাতের পর তাসবিহরত বান্দাদেরকেও তিনি একইভাবে এবং একই পর্যায়ে সহযোগিতা করবেন। সামান্য কিছু আমলের মাধ্যমে আমরা হজ ও উমরার মতো কষ্ট ও সময়সাপেক্ষ একটি ইবাদতের সাওয়াব পেয়ে যাচ্ছি। মুযদালিফায় রাত না কাটিয়ে, তাওয়াফ ও সায়ি না করেই এটা অর্জন করতে পারছি। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিশাল সাফল্য।

বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ সময়কে কাজে লাগানো

১. নির্দিষ্ট দিনে সিয়াম পালন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের সিয়াম পালন করার পরে শাওয়াল মাসে আরও ৬টি সিয়াম পালন করা সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি রামাদানে সিয়াম পালন করল, অতঃপর শাওয়াল মাসে আরও ৬টি সিয়াম পালন করল, তাহলে সেটা (তার জন্য) সারা বছর সিয়াম পালনের সমতুল্য।'[১]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১১৬৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৭১৬

অন্য বর্ণনায় এসেছে—'তাহলে সে যেন সারাবছরই সিয়াম পালন করল।'[১]

আইয়ামে বিজের সিয়াম পালনের ব্যাপারে নবিজি বলেন, প্রতিমাসে যে লোক ৩ দিন সিয়াম পালন করে (তার জন্য) তা যেন সারা বছরই সিয়াম পালনের সমান। আল্লাহ তাআলা এর সমর্থনে তাঁর কিতাবে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন—'কেউ কোনো সৎকাজ করলে, সে তার ১০ গুণ (প্রতিদান) পাবে।'[২] সুতরাং এক দিন ১০ দিনের সমান।'[৩]

আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি আমাদেরকে মাসে আইয়ামে বিজের ৩ দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো হচ্ছে—১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।[৪]

রামাদানে আমরা ৩০ দিন সিয়াম পালন করি। এরপর শাওয়াল মাসে একসঙ্গে লাগাতার বা বিরতি দিয়ে দিয়ে ৬ দিন সিয়াম পালন করি। সে হিসেবে আমরা ৩৬ দিন সিয়ামের মধ্য দিয়ে কাটাই। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় বান্দার প্রতিটি আমলকে ১০ গুণ বৃদ্ধি করে দেন। সুতরাং কেউ যদি ৩৬ দিন সিয়াম পালন করে, তাহলে সে যেন ৩৬০ দিন সিয়াম পালন করল। মাত্র ৩৬ দিন সিয়াম পালন করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সারা বছর সিয়াম পালনের সাওয়াব দান করেন। আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'তাহলে সেটা (তার জন্য) সারা বছর সিয়াম পালনের সমতুল্য।'

আবার কেউ যদি প্রতিমাসে ৩ দিন সিয়াম পালন করে, সে গোটা বছর সিয়াম পালন করার সাওয়াব পাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ভালো কাজের সাওয়াব ১০ গুণ বাড়িয়ে দেন। ৩ দিন সিয়াম পালন করলেও সে যেন এক মাস সিয়াম পালন করল। তাই কেউ যদি বছরের প্রতিটি মাসে মাত্র ৩ দিন সিয়াম পালন করে, সে যেন পুরো বছর সিয়াম পালন করল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিকেই নির্দেশ করে বলছেন, 'তা যেন সারা বছরই সিয়াম পালনের সমান।'

---

[১] *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ২৮৭৮; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ৩৯১৩; হাদিসটি সহিহ।

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ১৬০

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ৭৬২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৭০৮; হাদিসটি সহিহ।

[৪] *সুনানুন নাসায়ি* : ২৪২২; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩৬৫৬; হাদিসটি হাসান।

কম সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে কয়েক গুণ বেশি সাওয়াব লাভ করার উপলক্ষ্য ও সুযোগ হলো—আরাফার দিন এবং আশুরার দিন সিয়াম পালন করা। কেউ যদি এই দিন দুটোতে আল্লাহ তাআলার জন্য সিয়াম পালন করতে পারে, তাহলে দ্বিগুণ সাওয়াব ছাড়াও আমাদের জন্য অগ্রিম ক্ষমার ঘোষণা রয়েছে।

ক. আরাফার সিয়াম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশা করি, 'আরাফার দিনের সিয়াম পালনের কারণে তিনি বিগত বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং আগত বছরের গুনাহও মাফ করে দেবেন।'[১]

খ. আশুরার দিনের সিয়াম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশা করি, আশুরার দিনে সিয়াম পালনের কারণে তিনি বিগত বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।'[২]

২. লাইলাতুল কদরে সালাত আদায়

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

কদরের রাত এক হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।[৩]

এমন এক রাতের কথা ভাবুন, যে রাতের মর্যাদা এবং যে রাতে ইবাদত করা হাজার রাত ইবাদত করার চাইতে উত্তম। এভাবে ভাবতে গেলে এবং এ রাতের বিশাল প্রতিদানের কথা চিন্তা করতে গেলে আমাদের চিন্তার গতি থেমে যাবে।

আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদিকে কত ধরনের সুযোগ ও সুবিধা দিয়েছেন, যদি আমরা তা কাজে লাগাতে পারি, তাহলে সামান্য এই জীবনের মধ্যেও হাজার জীবনের আমলকে ধারণ করতে পারব, ইনশাআল্লাহ। কেউ যদি মাত্র একটি লাইলাতুল কদর লাভ করতে পারে, তাহলে সে এক রাতে ৮৩ বছরের ইবাদতের

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১১৬২; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৪২৫

[২] প্রাগুক্ত

[৩] সুরা কদর, আয়াত : ৩

সাওয়াব অর্জন করতে পারে। আর যদি কেউ প্রতিবছর এই রাতে ইবাদত করতে পারে, তাহলে সে কী পরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে!

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের এই রাতে ইবাদত করার তাওফিক দান করেন এবং এক রাতের মাধ্যমে তাদের জীবনকে পরিবর্তন করে দেন।

৩. জিলহজের প্রথম দশকের আমল

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের আমলের চেয়ে (বছরের) অন্য কোনো দিনের আমলই (আল্লাহর কাছে) উত্তম নয়।'

সাহাবিগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞেস করলেন, (আল্লাহর রাস্তায়) জিহাদও কি নয়?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না, জিহাদও নয়; তবে যে ব্যক্তি নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদে বের হয়, অতঃপর কোনো কিছু নিয়ে সে আর ফিরে আসে না (অর্থাৎ জিহাদ করতে গিয়ে শহিদ হয়ে যায়), তার কথা ভিন্ন।'[১]

এই হাদিসে দুটি ইবাদতের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে—একটি ইবাদতকে সাহাবিগণ শ্রেষ্ঠ মনে করে নবিজিকে সে ইবাদতের কথা জিজ্ঞেস করেন। কারণ আল্লাহ তাআলার পথে যুদ্ধ করে শাহাদাত লাভ করার চাইতে দামি ও মূল্যবান কোনো ইবাদত তো ইসলামে নেই। অন্য কোনো ইবাদতের সাথে তো এই ইবাদতের তুলনাই চলে না। সাহাবিদের ধারণাই ছিল না যে, আল্লাহ তাআলার কাছে জিলহজের প্রথম দশকের আমল জিহাদের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। তাই তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও মহান ইবাদতকে জিলহজের আমলের সাথে তুলনা করেছেন।

নবিজি তাদের চিন্তাকে পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো ইবাদত শুধু সময়ের কারণে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, সে ব্যাপারে ধারণা দেন। একটি আমল সেটা প্রতিদানের দিক থেকে সামান্য হলেও নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের মধ্যে আদায় করার কারণে আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমলে পরিণত হতে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৯৬৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৪৩৮

পারে এবং তার সাওয়াব বেড়ে দ্বিগুণ এমনকি কয়েকগুণ পর্যন্তও হতে পারে।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের ব্যাপারে হাদিসে যেমন বলেছেন—এক রাত ও এক দিন আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়ার কাজ এক মাস যাবৎ সিয়াম পালন এবং তাহাজ্জুদের চাইতেও অধিক উত্তম—সেটাও সত্য; তবে জিলহজ মাসের প্রথম দশকে সিয়াম পালন করা, সাদাকা করা, তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা এবং ইলমচর্চা করার ফজিলত ও সাওয়াব অনেক বেশি। এর সাথে কোনো ইবাদতের তুলনা করা সম্ভব নয়। জিহাদের একটি চিত্রকেই কেবল এ ক্ষেত্রে তুলনা করা যায়। সেটি হলো—কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় নিজের প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে বের হয়ে আর ফিরে না আসে, নিজের জান ও মাল সম্পূর্ণই বিসর্জন করে দেয়। এরকম একটি চিত্রের সাথেই কেবল এই দশকের আমলের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা নিজে এই জিলহজ মাসের প্রথম দশকের ব্যাপারে শপথ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

শপথ ফজরের এবং শপথ (জিলহজের প্রথম) দশ রাতের।[১]

তাই এ সময়টাতে নিজের ইবাদতে আমাদের এমন স্বাক্ষর রাখা উচিত, যাতে অতীতের কৃত গুনাহ আমাদের ইবাদতের ছায়াতলে ঢেকে যায় এবং আমরা খুব অল্প সময়ে সামান্য ইবাদত করেই অনেক অনেক বেশি পুণ্য অর্জন করতে পারি।

বিশেষ মৌখিক ইবাদত

সুরা ইখলাস পাঠ করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে পারবে?'

[১] সুরা ফাজর, আয়াত : ১-২